UG 6th SEMESTER EXAMINATION 2023

NAME-SURAJIT RUIDAS

DISCIPLINE-BENGALI

COURSE TYPE-SEC-4 (Program)

COURSE CODE- BAPBNGSE602

COURSE NAME-Prakalpa Patra Rachana o Upasthapana

REG NO:KNU20112000816 OF 2020-21

DATE OF EXAMINATION-31.05.2023

লোকসাহিত্য

সংজ্ঞা :- 'লোক' অর্থাৎ জন বা মানুষ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুযায়ী সাহিত্য হল - 'সহিত' শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি এবং ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মিলন কেবল ভাবে ভাবে, ভাষায় ভাষায়, গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন ও নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, দূরের সঙ্গে অন্তরঙ্গের যোগসাধন, সুতরাং লোকসাহিত্য লোক সাপেক্ষক মাত্র।

লোকসাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ :- লোকসাহিত্যের প্রধান শাখা গুলি হল — ① লোকসঙ্গীত, ② ছড়া, ③ ধাঁ ধাঁ, ④ প্রবাদ, ⑤ লোককথা ইত্যাদি।

① **লোকসঙ্গীত** — যা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করে গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজে বহুকাল মৌখিক প্রচারিত হয়, তাকে লোকসঙ্গীত বলে।

লোকসঙ্গীতকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় — 1. ধর্মীয় প্রেরণাজাত লোকসঙ্গীত এবং 2. ধর্মীয় প্রেরণ নিরপেক্ষ লোকসঙ্গীত।

1. ধর্মীয় প্রেরণাজাত লোকসঙ্গীত :- ধর্মীয় প্রেরণাজাত লোকসঙ্গীত কে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা :- (ক) ধর্মাচারমূলক, (খ) প্রার্থনামূলক,

(গ) স্মৃতিচারণমূলক, (ঘ) কৃষিব্রতমূলক।

(ক) ধর্মাচারমূলক লোকসংগীত : ধর্মাচারমূলক লোকসংগীত - ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পরিবেশিত এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত সংগীত, যেমন - বাউল, মুর্শিদি ইত্যাদি।

(খ) প্রার্থনামূলক লোকসংগীত : এই সংগীত গুলি কোনো একটি বিশেষ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যেমন - ভুডুমার গান, চোরচুন্নীর গান ইত্যাদি।

(গ) স্মৃতিচারণমূলক লোকসংগীত — এই সংগীতগুলি স্মৃতি-তর্পণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। যেমন - জারি গান, জাগ গান ইত্যাদি।

(ঘ) কৃষিব্রতমূলক লোকসংগীত — কৃষিব্রতকেন্দ্রীক আনুষ্ঠানিক সংগীত এগুলি। যেমন - ভাদু, টুসু, মেছেনী, পৌষপার্বন ইত্যাদি।

2. ধর্মীয় প্রেরণ নিরপেক্ষ লোকসংগীত —

ক. কর্মসংগীত : কর্মের পরিশ্রম লাঘব করা, কর্মে উদ্দীপনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এই গান গুলি গাওয়া হয়, সমবেতভাবে কর্মের সময় গান গাইলে কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এমন বিশ্বাস ছিল।
যেমন - পাট কাটার গান, নৌকা বাইচের গান, ধানকাটার গান, ছাদ পেটানোর গান, এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪. পারিবারিক বিনোদনমূলক সঙ্গীত — বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই লোকসঙ্গীতগুলি গীত হয়, এখানে অধিকাংশ নারী প্রাধান্যই চোখে পড়ে, মেয়েলিগান, আশীর্বাদ, বিবাহ-সঙ্গীত এই ধারার অন্তর্গত।

৫. বৃত্তিমূলক লোকসঙ্গীত — এই ধরনের গানগুলি বিশেষ বৃত্তিজীবীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন — পটুয়া সঙ্গীত, সাপুড়ের গান, বিয়েন্সা গান, ডিবালী গান।

৬. প্রেমসঙ্গীত — প্রকৃতপক্ষে লোকসঙ্গীতের একটি ধারাকে যেমন কৃষিজীবী আকৃষ্ট করে রেখেছে, তেমনি সঙ্গে প্রেমের আবেদন লোকসঙ্গীতের নান্দনিকতার অন্যতম প্রকাশ। ভাটিয়ালী, ভাওইয়া, বারোমাসী, প্রেমের লোকসঙ্গীত রূপেই চিহ্নিত হয়।

৭. বর্ণনামূলক লোকসঙ্গীত — প্রেমের গানের বিবৃতি ধর্মিতা আরও প্রাধান্য পায় এ জাতীয় সংগীতে। রাজনের গান, গম্ভীরা, মেছেনী, মোরচুপীর মতো এই বিবৃতিধর্মী পদ্ধতি গৃহীত।

৮. জাগরনের লোকসঙ্গীত — গন জাগরনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হত আধুনিক সমাজে লোকসমাজে এ জাতীয় গানের প্রচলন দেখা যায়। সামাজিক সচেতনতা লোকসঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে পূর্ববঙ্গে এই ধরনের গান বহুল প্রচারিত হয় —

" ত্যজ বিলাতীবসন, বিলাতী ভূষণ, বিলাতীচিনি ও লবন কেহ আর কেরো না গ্রহন।"

2. ছড়া

অসংলগ্নভাবের অন্ত্যমিলযুক্ত চিত্রসমৃদ্ধ যে লৌকিক সৃষ্টি আমরা পাই তা হল ছড়া, কবিতার সঙ্গে ছড়ার মূল পার্থক্য হল — কবিতার মধ্যে থাকে মূলত একটি ভাব, ছড়া গুলিতে অসংলগ্ন ভাব, কারন এইগুলি সৃষ্টির পশ্চাদে থেকে গেছে ছেলে ভোলানো নানা কাজকর্ম। যেমন — স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো ইত্যাদি। শিশু চেতনে তার কল্পনার রাজ্যে খুব দুর্লভ নয়, যেখানে ফুটে ওঠে ছবির পর ছবি —

"নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে
দুই পারে রুই কাতলা ভেসে উঠেছে
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুড়ে মেরেছে
উঃ দা বড্ড লেগেছে।"

— কন্যা বিদায় বিষয়ক ছড়াগুলিতে মূলত একটি ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে এগুলির সাহিত্যমূল্যও বেড়ে গেছে —

"জলসাছ কাটিমবোমের বাটিমনোরী এল ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি
টিক্কোভেঙে মক্কো দিলাম কানে মদন কড়ি
বিয়ের বেলায় দেখে এলাম বুড়োর চাপ দাড়ি।"

— কোনো কোনো ছড়ায় ছুঁয়ে আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, যেমন - নিম্নের ছড়াটিতে আছে বর্গীর প্রসঙ্গ —

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।"

৩. ধাঁ ধাঁ

ধাঁ ধাঁ বর্তমানে শিশুর খেলার বিষয় হলেও একসময় এর সামাজিক গুরুত্ব ছিল প্রচুর। দেশের রাজা নির্বাচনে, বিবাহের পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনে ধাঁ ধাঁ-র প্রচুর ব্যবহার হয়। ধাঁ ধাঁ-র মধ্যে আছে শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল, বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ, সচেতনতা ও কবি দৃষ্টি। সৌন্দর্য সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে নিচের দুটি ধাঁ ধাঁ তে —

1. বন থেকে বেরোলো টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে — আনারস।

2. একটু খানি গাছে রাঙা বউটি নাচে — লাল লঙ্কা।

৪. প্রবাদ

"A Proverb is a short sentence best on a long experience."——

-অর্থাৎ 'প্রবাদ' জীবননিষ্ঠ এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ভূয়সিদ্ধ, প্রবাদ মূলত নারীর এক অতি শক্তিশালী সম্পদ, পরিবারের হাতে, সমাজের হাতে, পুরুষের হাতে ক্রমাগত মার খেয়ে যাওয়া নারী তুলে নিয়েছেন প্রবাদের অস্ত্র, মা ছাড়া প্রবাদের রাজ্যে এমন কোনো পারিবারিক সামাজিক চরিত্র নেই যিনি সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন, কিন্তু মা সম্পর্কিত প্রবাদগুলি বড়োই স্নিগ্ধ, পবিত্র —

"মা'র হাড় যদি মাটিতে থাকে পোঁতা
মাটি থেকে বলে ওঠে বাছা আমার কোথা?"

— প্রবাদের রাজ্যে সবচেয়ে বিকৃত, তিরস্কৃত, সমালোচিত এবং নিন্দিত চরিত্র শাশুড়ী, বউ, ননদ, জামাই, বিশেষ করে শাশুড়ী - বউ এবং বউ- ননদিনী চরিত্রগুলিতে আছে সমাজ-জীবনের নানা বিদ্রূপমূলক চিত্র, শাশুড়ি ও বউয়ের চাল আলাদা জন্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র ছিল, খোটোটি বউর, শাশুড়ির হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাওয়ার বউ আনন্দিত হলে শাশুড়ি বলে —

"খোটো সরাটি ভেঙে গেছে বড়ো সরাটি আছে
নাচো কোঁদো কেন বউ আমার হাতের আটকাল আছে।"

— ফলে এমন শাশুড়ী মারা গেলে বউ যে খুশি হবে তাতে আর আশ্চর্য কী —

"শাশুড়ী ম'ল সকালে
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাঁদব আমি বিকালে।"

— ননদিনী সম্পর্কিত প্রবাদগুলি বিদ্বেষমূলক, ননদিনী স্নান করতে যাওয়ার সময় কুমিরে তাকে টেনে নিয়ে যায়, বউ সে কথাই শাশুড়ীকে বলে অনেক পরে —

"ভালো কথা মনে পড়ল আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুর ঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।"

— অনেকসময় বউ স্বামী অপদার্থতাও চাপিয়ে দেন শাশুড়ীর ওপর —

"ঠাকরুনের গর্ভসংস্কার দিয়েছেন বাঁদর অবতার।"

৫. লোককথা

লোককথা একসময় সমগ্র লোকসাহিত্যকে বোঝাত। বাংলা লোককথার মূলত তিনটি ধারা — রূপকথা, পশুকথা, এবং ব্রতকথা। রাক্ষস - খোক্কস, রাজপুত্র - রাজকন্যা, মন্ত্রীপুত্র,

কোটালপুত্র এদের নিয়েই রূপ কথার জগৎ, রূপ কথায় অসংখ্য অসম্ভবের মধ্যে আছে সম্ভাব্যতা, প্রকৃত পক্ষে এগুলি রূপকথা। HAPPY Ending অসংখ্য রূপকথার শেষ, রূপকথার জগৎ-এ দু' শ্রেণির চরিত্র থাকে — সাদা অথবা কালো। পশু কথায় দেখানো হয় খুব কম বলশালী পশুরা কীভাবে বুদ্ধিতে পর্যুদস্ত করে তথাকথিত শক্তিশালী পশুদের, পশুকথা গুলিতে আছে মানবিকরন এবং আর্য - অনার্য ভাবনা, ব্রতকথা মূলত দু প্রকার — কুমারী ব্রত, যেখানে কুমারী নারীদের আগামী জীবনের আশা স্বপ্নমূর্ত সধবা ব্রতয় আছে সার্বিক মঙ্গল-কামনা, নদীর ঘাটে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করত, যেন ভালো থাকে —

“ভাই গেছে বানিজ্যে, বাপ গেছে বানিজ্যে, সোওয়ামী গেছে বানিজ্যে।”

উপসংহার —

লোকসাহিত্যের মধ্যে আছে প্রচুর কাব্যিক উপাদান, এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে আসে ময়মনসিংহ গীতিকার কথা, যা পরিপূর্ণ লোকসাহিত্য। মহুয়া পালায় কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে নদের চাঁদকে বলে —

“লজ্জা নাই রে নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর
গলায় কলসি বাইন্ধ্যা জলে ডুইব্যা মর।”

— তার উত্তরে জমিদার পুত্র নদের চাঁদ নারীদেহকে গহীন গাঙের সঙ্গে উপমিত করে তাতে ডুবে মরার কথা বলে, তাতে সমগ্র বাংলার লোকসাহিত্যকে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী করে —

“কোথা পাইমু কলসি কন্যা কোথা পাইমু দড়ি
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি।”

সাহিত্য ও সমাজ

ভূমিকা : মানুষ তার মনের ভাব অপরের কাছে প্রকাশ করার জন্য সাহিত্যের আশ্রয় নেয়। 'অপর' বলতে এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে সমাজের মানুষদের, যারা আমাদের আশেপাশে বসবাস করেছে। আবার সাহিত্যিক যেহেতু সমাজেরই একজন, তাই সাহিত্যে তিনি তার ব্যক্তিমনের নিভৃতে সঞ্চিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনাকে পরিস্ফুট করার পাশাপাশি প্রকাশ করেন দেশ-কাল-সমাজের একটি বিশেষ রূপ। সমাজ ছাড়া সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। কারণ তাঁর রচনার উপকরণ তিনি সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেন। তাই সমাজ ছাড়া সাহিত্যিকের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আবার সাহিত্যিক ছাড়াও আধুনিক সমাজের কথা ভাবা যায় না। এককথায় সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক : সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। সমাজজীবনের নানা বিষয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। সমাজকে কেন্দ্র করেই সভ্যতা বিকশিত হয়। লেখক যেহেতু সামাজিক জীব, তাই তার রচনায় সমাজের প্রতিফলন ঘটে। সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যিক কল্পনার আশ্রয় নেন। তবে এই কল্পনার সাথে বস্তুগত বিষয়ও থাকে। আর এ বস্তুস্পর্শ লাভ করা যায় জীবন তথা সমাজ থেকে। কাজেই এ কথা নিশ্চিত যে, সাহিত্যের সাথে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং সাহিত্য রচিত হয় সমাজবদ্ধ মানুষের জন্যই। মানবজীবনের একটি লক্ষ্য হলো আনন্দ। আর সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে মানুষ আনন্দ লাভ করে। তাই আনন্দকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সার্থক হয় না। কাজেই জীবনের সাথে সাহিত্যের সংযোগ যেমন বস্তুসত্তার দিক দিয়ে তেমনি আনন্দের দিক থেকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সাহিত্য দুই ধরনের একটি ভাবপ্রধান, অন্যটি বস্তুপ্রধান। দুই ধরনের রয়েছে জীবনের বিশ্লেষণ অর্থাৎ সমাজজীবনের চিত্র। যে লেখক যত সূক্ষ্মভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন তাঁর সাহিত্য সমাজ তত জীবন্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্য হলো সমাজ নিষ্ঠের মিলন। তাই সাহিত্যে সমাজের কথা থাকে। সাহিত্য রচিত হয় মানুষের জন্য, সমাজবদ্ধ মানুষের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যের জন্য সমাজ নয়। সমাজ এবং সামাজিক সমস্যা সাহিত্যের মুখ্য প্রসঙ্গ আবশ্যিক প্রসঙ্গ হিসাবে আসতে পারে, যদি তা সাহিত্যের জন্য মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় তবে তা শ্রেষ্ঠ বা সার্থক সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হবে না। তা হবে সামাজিক সমস্যার। তাই বলে সাহিত্যের সাথে সমাজনীতির বিরোধ আছে এমন কথা বলা যাবে না। সামাজিক সমস্যা অনেক কাল ধরেই সাহিত্যে ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

বিশ্বসাহিত্যে সমাজ :

আনুমানিক দু'হাজার বছর আগে মিসরে লিখিত বিভিন্ন কাহিনিতে সে সময়ের সমাজ-বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যেও সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনায় সমাজের ছবি বারবার ধরা দিয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে সমাজ সম্পর্কে তাদের মনোভঙ্গি। দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'ম্যাক্সিম গোর্কির মা' প্রভৃতি সাহিত্যে রাশিয়ার সমাজবাস্তবতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিগুলোতে সমকালীন ইংল্যান্ডের জনমানুষের ছবি ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত ভাষার কবি কালিদাসের রচনাবলিতে আমরা দুষ্মন্তের ভারতবর্ষের একটি আনুপূর্বিক জীবনচিত্রের সন্ধান পাই। চার্লস ডিকেন্স, তলস্তয়, ফ্লবেয়ারের কথাসাহিত্যে সমাজের বাস্তবচিত্র যথাযথভাবে রূপায়িত হয়েছে।

বাংলার সাহিত্য ও সমাজ : পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যের মতোই বাংলা সাহিত্যেও সমাজজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই কবি-সাহিত্যিকদের সমাজ-চেতনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নীচে বাংলা সাহিত্যে সমাজচিত্র কীভাবে রূপায়িত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

১. প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ : বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হল চর্যাপদ। এগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত। তারা নিগূঢ় তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রূপক, প্রতীক ও অলংকারের। এই রূপকে ছাপিয়ে মানুষ ও সমাজবাস্তবতাও এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সেই হাজার বছর আগে বাঙালি সমাজে অসুর – শাম্বরি পরিবৃত যৌথ সমাজ ছিল। সেকালের মানুষেরা নৌকা তৈরি করত, শিকার করতে যেত বনজঙ্গলে এবং নারীরা ছিল আজকের মতোই প্রসাধনপ্রিয়। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজজীবনের চিত্র রয়েছে চর্যাপদে। একটি চর্যায় স্পষ্টই বলা হয়েছে —

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

অর্থাৎ টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্য অতিথি আসে। বর্ণাশ্রয়পীড়িত শ্রেণিবিভক্ত সমাজের চিত্রও চর্যাপদে খুঁজে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের সাহিত্য ও সমাজ : বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের রচনা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কৃষ্ণ ও রাধার হৃদয়-বেদনার কথামালা হলেও তা যেন সমাজেরই আলেখ্য। এ কাব্যে কৃষ্ণ একজন অশিক্ষিত যুবক, দেবতা নন। অন্যদিকে রাধাও দেবী নন। তিনি মানবিক বিশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ। তার সমাজের লাজলজ্জার ভয় আছে। এখানে আমরা সমাজ

বিবাহ ও তার বেদনাময় পরিণতি, ঝাঁট টিকটিকি প্রভৃতি কু-সংস্কার, নারীদের বিচিত্র আত্মসজ্জা, নারী-পুরুষের প্রেম প্রভৃতির চিত্র পাই। মধ্যযুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যে যেসব দেব-দেবী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তারা সমাজের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণির পূজা পেয়েছেন প্রথমে, পরে সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতির চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

উনিশ শতকের সাহিত্য ও সমাজ :

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা ঘটে উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই। তখনকার মানুষের সামাজিক জীবনচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' ও মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ'-এর মতো নাটকে। উনিশ শতকের বিশিষ্ট সৃষ্টি হলো গীতিকবিতা। ব্যক্তি হৃদয়ের উপলব্ধি এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা। কিন্তু সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি উপলব্ধির প্রকাশ ঘটানো সম্ভব ছিল না। আধুনিকতার সূচনার সঙ্গে সাহিত্যের অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমাজজীবন আশ্রিত ব্যক্তিঅভিজ্ঞতারই এক নান্দনিক প্রকাশ হলো গীতিকবিতা। আঠারো শতকের শেষার্ধ এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে কবিগান ও শায়েরের সৃষ্টি হয়েছিল তা তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থির অবস্থারই ফল।

বাংলা কথাসাহিত্য ও সমাজ :

- বাংলা কথাসাহিত্যে বাবু'র সঙ্গে বাবু'র জীবন ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র পাওয়া যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। তার 'নব বাবু বিলাস' (১৮২৫) এ ধরনের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ক্যাথেরিন মুলেন্সের লেখা

ফুলমণি ও করুণার বিবরণে (১৮৫২) খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত বাঙালি পরিবারে ধর্মজীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে এক পূর্ণতর সমাজ-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এরই কিছু সময় পর লেখা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় (১৮৭৪) বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে সমাজজীবন ও সমাজব্যবস্থার রূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে বৃহত্তর সমাজ কাঠামোর পরিচয় আমরা পাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মূলত সমাজের নির্মমতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং এ সমাজের প্রতি ঔপন্যাসিকের অনাস্থা লক্ষ করা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে রাঢ় বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ও জীবনচেতনার এক অনুপম কথামালা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে সমাজের মধ্যবিত্ত, কেরানি শ্রেণি ও নিম্নবিত্ত মানুষের পরিচয় পাই।

বাংলা নাটকে সমাজ :

সমাজজীবন সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলা নাটকে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) প্রহসনে তৎকালীন বাবু সমাজের তথা ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে তিনি তুলে ধরেছেন ধনী, চরিত্রহীন জমিদারের চরিত্র। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)-তে অর্থাৎ পতিত ইয়াং বেঙ্গল সমাজের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে তিনি নীলকরদের অত্যাচার এবং প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) নাটকে সামাজিক সমস্যার আবেদনশীল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বাংলা কবিতা ও সমাজ :

বাংলা কাব্যসাহিত্যে সমাজজীবনের নানা দিক ফুটে উঠেছে। জসীমউদদীনের কবিতায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও সমাজজীবন প্রাধান্য লাভ করেছে। সত্যিই সফলভাবে তিনি গ্রাম্যজীবন ও গ্রামবাংলার পরিবেশকে কাব্য রচনার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'নকশী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রভৃতি কাব্যে বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কবিতায় প্রথম ঘোষণা করেন — "আমি কবি যত কামারের আর কুমারের, মুটে মজুরের।" শ্রমজীবী জনসমাজকে তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় তুলে ধরেছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় প্রধান লক্ষণ হলো যুগচেতনা ও সমাজ-সচেতনতা। তার 'পদাতিক', ছাড়পত্র' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এরই স্বাক্ষর বহন করে। কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যের মাধ্যমে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যেও সমাজচেতনার বিষয়টি লক্ষণীয়।

উপসংহার :

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক একালে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ। সমাজের নানা সংঘাত যত বাড়বে, সাহিত্যও তত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। কেননা সাহিত্যের বিষয় মানুষের জীবন ও মন। সেই জীবন ও মনের ওপর ভিত্তি করেই সাহিত্যসৌধ নির্মিত হয়। সমাজজীবনে নানা সংকট বিদ্যমান। সাহিত্য সমাজের এ সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। তাই একজন সাহিত্যিককে সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটানো সাহিত্যিকের কর্তব্য। কেননা সমাজসচেতন একজন সাহিত্যিক সমাজের বিবেকরূপে গণ্য হতে পারেন।

cheecked
Rina Mondal.
31/05/2023

Project Completion Certificate

This is to certify that, Surajit Ruidas, bearing Roll No .... and Reg No. KNU 20112000816 .... of 2020-21 .... Sem VII .... In the Department of Bengali ...., completed his / her project work on Prakalpa Patra Rachana O Upasthapana, within specified time and to utmost satisfaction of the supervisor.

Principal 31/5/23

IQAC Coordinator 31/5/23

Supervisor 31/5/23

Principal
PANDAVESWAR COLLEGE
Pandaveswar,Paschim Bardhaman

CO-ORDINATOR
IQAC
Pandaveswar College
Paschim Bardhaman